করিরতাইর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

দুই শিক্ষার্থী আর ৪ শিক্ষকের স্কুল হাজিরা খাতায় ছাত্রছাত্রী ১২০

সাহিদুর রহমান, ইসলামপুর (জামালপুর)

2
Shares

৮ জুন ২০২২ ১২:০০ এএম |
আপডেট: ৮ জুন ২০২২
০১:১৪ এএম

advertisement

বিদ্যালয়ে কাগজে-কলমে শিক্ষার্থী ১২০ জন। কিন্তু প্রতিদিন ক্লাস করে মাত্র ২-৩ জন। অথচ তাদের পাঠদানের জন্য শিক্ষক রয়েছেন চারজন। এ চিত্র জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার নোয়ারপাড়া ইউনিয়নের করিরতাইর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

সরেজমিন গত ৫ জুন বিদ্যালয়ে গেলে সাংবাদিক দেখে হকচকিয়ে ওঠেন প্রধান শিক্ষক শামীমা খান ও সহকারী শিক্ষক সোহরাব আলী। পরে আসেন সহকারী শিক্ষক আবদুর রৌফ আকন্দ। তারা ক্লাসে ছাত্র না থাকার বিষয়টি সাংবাদিকদের নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন।

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে দেখা যায়, উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা সর্বসাকুল্যে দুজন। চতুর্থ শ্রেণির কক্ষে আছে মিতানুর

আক্তার নামে একজন আর ৫ম শ্রেণির কক্ষে বসে খেলা করছে শাকির হোসেন। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সেদিন তারা দুজনই স্কুলে আসে।

বিদ্যালয়ের ছাত্র হাজিরা খাতায় দেখা যায়, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯, প্রথম শ্রেণি ২১, দ্বিতীয় শ্রেণি ২১, তৃতীয় শ্রেণি ১৯, চতুর্থ শ্রেণিতে ১৭ এবং পঞ্চম শ্রেণিতে নাম আছে ২৩ জন ছাত্রছাত্রীর। তবে ওই দিন কোনো হাজিরা দেখানো হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা আশরাফ হোসেন বলেন, কথায় আছে না- কাজীর গরু কিতাবে আছে গোয়ালে নেই। এমন অবস্থা করিরতাইর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। খাতায় ছাত্রছাত্রীর শুধু নাম আছে, ক্লাসে নাই। সরকার প্রতি মাসে শিক্ষকদের লাখ লাখ টাকা বেতন দিচ্ছে, অথচ পোলাপানের লেখাপড়া হচ্ছে না।

প্রধান শিক্ষক শামীমা খান জানান, সহকারী শিক্ষক আবদুর রৌফ আকন্দ ব্যক্তিগত কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। মন্‌জু আরা বেগম নৈমিত্তিক ছুটিতে আছেন। তবে তিনি ছুটির লিখিত আবেদন করেননি। তিনি বলেন, পাশে একটি মাদ্রাসা থাকায় স্কুলে ছাত্রছাত্রী কমে গেছে। এ ছাড়া করোনার পর থেকে স্কুলে আসছে না শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করার বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ও ওই বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আবদুল গফুর খান বলেন, ম্যানুয়ালি শিক্ষকদের ছাত্রছাত্রীদের হোম ভিজিট করার কথা রয়েছে।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফেরদৌস মঙ্গলবার দুপুরে আমাদের সময়কে বলেন, ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখী করতে ওই ক্লাস্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ও বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির মনিটরিং ও কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করার দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষকরা হোম ভিজিট করছেন কিনা, ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসবে কিনা এ ব্যাপারে কোনো প্রতিবেদন এখন পর্যন্ত আমার কাছে উপস্থাপন করেননি সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মু. তানভীর হাসান রুমান মঙ্গলবার দুপুরে আমাদের সময়ের প্রতিনিধিকে বলেন, বিষয়টি আপনার মাধ্যমেই জানতে পারলাম। খুবই দুঃখজনক। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।